দৈনিক
ইত্তেফাক

14 APR 2016

ঢাবি একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অবরুদ্ধ, ভাংচুর

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলামকে অবরুদ্ধ করে তার ব্যক্তিগত গাড়ি এবং হলের সিসি ক্যামেরা ও জানালার কাঁচ ভাংচুর করেছেন শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা প্রাধ্যক্ষকে তার হল কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মীদের অভিযোগ, প্রাধ্যক্ষ আনোয়ার জামায়াত ও আইএসের এজেন্ট। তিনি ছাত্রলীগের চেয়ে শিবির বা ছাত্রদলের কর্মীরা অনেক সুশৃঙ্খল বলে মত দেন এবং হলের যে কোনো অভিযোগপত্র কিংবা আবেদনপত্রে 'জয় বাংলা/জয় বঙ্গবন্ধু' লেখা নিষিদ্ধ করেছেন। এসব ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার রাতে প্রাধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করে তার পদত্যাগ দাবিতে স্লোগান দেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. এএম আমজাদ, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি পারভেজ, ঢাবি শাখার সভাপতি আবিদ আল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্সের মধ্যস্থতায় অবরোধ প্রত্যাহার করে শিক্ষার্থীরা কক্ষে ফিরে যান।

তবে নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানান, একুশে হলের ২০৭নং কক্ষে থেকে রফিক নামে এক ছাত্রলীগ নেতা ইয়াবা সেবন ও বিক্রি করেন। রফিকের কক্ষ সিলগালা করে দেওয়ায় প্রাধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রাধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীরা আমার সন্তানের মতো। তাদের মধ্যে কেউ মাদকসেবী, তা মানা যায় না। নিয়ম অনুযায়ী উপাচার্যের নির্দেশনা মেনে হল পরিচালনার চেষ্টা করছি। নিয়ম কারও বিপক্ষে গেলে তারা ক্ষুব্ধ হতেও পারে। জামায়াতপ্রীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কিনে হলে বিতরণ করছি। ছাত্ররা এখন অশান্ত, তাই আমার বিরুদ্ধে এসব কথা বলছে।